এ ধরনের নেতৃত্বে দলের সদস্যরা অবাধ স্বাধীনতা ভোগ করে। এক্ষেত্রে নেতা দায়িত্ব এড়িয়ে কর্মবিমুখ হয় এবং লক্ষ্যপূরণে তার বিশেষ কোনো ভূমিকা থাকে না।

বৈশিষ্ট্য:
ⓐ নেতা সদস্যদের আদেশ দিয়ে কাজ আদায় করে নেন।
ⓑ দলের সদস্যরা আদেশকে বড় করে দেখেন এবং পালন করতে বাধ্য থাকেন।
ⓒ নেতার আদেশ সুনির্দিষ্ট থাকে না।
ⓓ দলীয় খেলোয়াড়দের বা কর্মীদের জবাবদিহি করতে হয় না।
ⓔ কর্মীরা নিজেদের ইচ্ছামতো কাজ করে থাকে।
ⓕ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বেশী সময় লাগে।
ⓖ দলের বা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য নির্ভর করে কর্মীদের যোগ্যতা ও দলগত কাজের উপর।

③ **Democratic Leadership:** গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব হল স্বৈরতান্ত্রিক শৈলী নেতৃত্বের বিপরীতমুখী। এতে নেতা সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য সদস্যদের পরামর্শ বা মতামত নিয়ে থাকেন। অর্থাৎ যে নেতৃত্বে নেতা লক্ষ্যপূরণের জন্য দলের অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তাকে গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব বা Democratic leadership বলে।

বৈশিষ্ট্য:
ⓐ নেতা সবার সাথে আলোচনা করেন।
ⓑ দলের সদস্যদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ করেন।
ⓒ কর্মীদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেন।
ⓓ সদস্যদের প্রশ্ন করার অধিকার থাকে।
ⓔ কর্মীদের প্রশ্ন থাকলে তার জবাব দিতে হয়।
ⓕ সদস্যরা দলের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে।
ⓖ সদস্যরা নিজের দলের বা প্রতিষ্ঠানের অংশ হিসাবে মনে করে।
ⓗ কর্মীরা প্রয়োজনীয় সমস্যার সঠিক উত্তর দিতে বাধ্য থাকে।

continued.....

UNIT-2

(2.1) Meaning of Leadership:

নেতৃত্ব বলতে সাধারণত নেতার গুণাবলিকে বোঝায়। নেতৃত্ব একটি সামাজিক গুণ, যা কোন যৌথ-প্রচেষ্টাকে সুসংহত ও পরিকল্পিত উপায়ে সার্থক করতে প্রয়াসী হয়। সামাজিক জীবন যৌথ কর্মপ্রচেষ্টার ফসল। এই প্রচেষ্টাকে সার্থক করতে হলে প্রয়োজন সঠিক নেতৃত্বের। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় [illegible] নেতৃত্বের গুরুত্ব অপরিসীম।

'Leadership' শব্দটি ইংরাজী Lead শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ হল চালনা করা, পথ দেখানো এবং নির্দেশ প্রদান করা। সুতরাং যিনি নির্দেশ প্রদান করেন, সামনে থেকে সব কিছু পরিচালনা করেন তাকে নেতা বলে। নেতার গুণাবলি বা যোগ্যতাকে বলে নেতৃত্ব। সাধারণত নেতৃত্ব বলতে একদল লোককে কোন একটি সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সংগঠিত করাকে বোঝায়।

শারীর শিক্ষায় নেতৃত্ব হল একটি শক্তিশালী উপাদান বা কৌশল যা দলের বিভিন্ন সদস্যের প্রকৃতি ও স্বরূপকে সামনে রেখে তাদেরকে এমন ভাবে পরিচালিত যাতে সবাই আন্তরিকতার সাথে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে দলীয় উদ্দেশ্য অর্জনে তৎপর হয়। বস্তুত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য কোন ব্যক্তি বা দলের আচরণ, মনোভাব, প্রচেষ্টা বা সামগ্রিক কর্মকাণ্ডের উপর প্রভাব বিস্তারের প্রক্রিয়াকে নেতৃত্ব বলে। এইচ. ঔ. ডানেল এর মতে "নেতৃত্ব হচ্ছে সাধারণ লক্ষ্য অর্জনের জন্য জনগণকে সহযোগী হতে প্ররোচিত করার কাজ;"

সমাজজীবনে প্রতিটি স্তরে, রাষ্ট্রে, সমাজে, পরিবারে, কলকারখানায়, অফিস-আদালতে, খেলার মাঠে- সর্বক্ষেত্রে নেতৃত্বের অবদান অনস্বীকার্য।

Definition of Leadership:

নেতৃত্ব: প্রতিষ্ঠান বা দলের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় পথনির্দেশ, পর্যবেক্ষণ, প্রেরণা ও যোগাযোগের মাধ্যমে বিভিন্ন ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা, কৌশল ও গুণকে নেতৃত্ব বলে। অর্থাৎ নেতৃত্ব হল বুদ্ধিমত্তা, বিশ্বাসযোগ্যতা, মানবিকতা, সাহস ও শৃঙ্খলাবোধের সমষ্টি।

Leadership is the art of influencing others to their maximum performance to accomplish any task, objective or project.

(4) **Benevolent Dictator:** যে ধরনের নেতৃত্বে স্বৈরশাসক নেতার হাতে বিশাল ক্ষমতা থাকে এবং দলের অনুমোদনে নেতা এই ক্ষমতা ব্যবহার করে লক্ষ্য পূরণে সচেষ্ট হন তাকে দানশীল স্বৈরশাসক নেতৃত্ব বা Benevolent Dictator বলে।

বৈশিষ্ট্য:
- (a) নেতার হাতে অবাধ ক্ষমতা থাকে।
- (b) নেতার প্রতি দলের সবার অনুমোদন বা বিশ্বাস থাকে।
- (c) নেতা তার সর্বোচ্চ ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে লক্ষ্য পূরণ করার চেষ্টা করেন।
- (d) নেতা কোন জবাবদিহি করেন না।
- (e) নেতার কাছে নেতার আদেশ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক থেকে শৃঙ্খলা বেশী গুরুত্বপূর্ন।
- (f) কর্মীদের আদেশ দিয়ে কাজ আদায় করে নেওয়া হয়।

(2.3) Qualities of administrative leader: প্রশাসনিক নেতার গুনাবলী:

Leadership is the process of influencing the activities of an orgainized group toward goad achievement. অর্থাৎ নেতার কাজ হচ্ছে উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য দলের সদস্যবৃন্দকে উৎসাহিত ও সঠিক পথে পরিচালনা করা, উপযুক্ত নেতৃত্ব যেমন দলের সাফল্য অর্জনে সহজতর করে তেমনি অযোগ্যতা দলের লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। নিম্নে একজন প্রশাসনিক নেতার গুনগুলি বিশ্লেষন করা হলো—

(1) **ব্যক্তিত্ব:** নেতাকে ব্যক্তিত্বের গুনে একক ও অনন্য গুনের অধিকারী হতে হয়। চরিত্রের মাধুর্য, নমনীয়তা, তেজস্বিতা, বাকপটুতা, জ্ঞান, জ্ঞানের গভীরতা প্রভৃতি গুন নেতাকে ব্যক্তিত্বের অধিকারী করে তোলে। ব্যক্তিত্বই একজন মানুষকে নেতৃত্বের পদে আসীন হতে সাহায্য করে।

(2) **দূরদৃষ্টি:** যে কোন সমস্যা ও জটিলতার অবসানের জন্য প্রয়োজন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতৃত্বের। নেতাকে অতীতের আলোকে বর্তমানের মূল্যায়ন করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ করনীয় স্থির করতে হবে। দূরদর্শী নেতার অভাবে দেশ ও জাতি ভুল পথে পরিচালিত হয়, তাই দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতার প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ন।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA
2020/3/19 18:47

Continue...

③ **বুদ্ধিমত্তা** : বুদ্ধিমত্তা নেতৃত্বের একটি অত্যন্ত আবশ্যকীয় গুণ, সমস্যা সমাধানের জন্য নেতা বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগ করে দলের ও নিজের সম্মান বাঁচাতে পারে এছাড়া দলের বা প্রতিষ্ঠানের কাছে নিজেকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

④ **উদারতা** : নেতাকে অবশ্যই ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ ত্যাগ করে সার্বিক সামাজিক স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। নেতা অবশ্যই সকল প্রকার সংকীর্ণতা, দীনতা, পরশ্রীকাতরতা, স্বার্থপরতা ও হীনমন্যতা পরিহার করে চলতে হবে।

⑤ **অভিজ্ঞতা** : প্রশাসনিক নেতাকে অভিজ্ঞ ও কুশলী হতে হয়, কেননা তার সাফল্য ও ব্যর্থতার উপর দল, জাতি বা দেশ নির্ভর করে। যে নেতা যে বিষয়ে নেতৃত্ব প্রদান করেন তাকে সে বিষয়ে অভিজ্ঞ হতে হয়।

⑥ **নিরপেক্ষতা** : নেতা হবেন নিরপেক্ষ গুণের অধিকারী। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব নির্বিশেষে সকলের বক্তব্যই তিনি শুনবেন, জানবেন এবং সেগুলির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করবেন।

⑦ **ন্যায়নীতি পরায়ণতা** : নেতা হবেন ন্যায়-নীতি পরায়ণ। তার চরিত্র হবে উত্তম, নীতির প্রশ্নে ও ন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নেতা অটল ও অনড় থাকবেন।

⑧ **শিক্ষা** : আনুষ্ঠানিক মানুষকে অনেক ইতিবাচক জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনে সাহায্য করে। তাছাড়া একজন প্রশাসনিক নেতা যত উচ্চ শিক্ষিত, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হবে প্রতিষ্ঠানের সুনাম ও খ্যাতি তত ছড়িয়ে পড়ে।

⑨ **সততা ও সাহস** : প্রশাসনিক নেতাকে সবসময় সামনে থেকে নেতৃত্ব দিতে হবে। তাকে অনেক ঝুঁকিপূর্ণ কাজে হাত দিতে হয় তাই তাকে হতে হবে সাহসী। একই সঙ্গে তাকে সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে কারণ সততা ও সাহসের জন্য সে অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জনে সক্ষম হবে।

⑩ **চারিত্রিক কঠোরতা ও কোমলতা** : নেতার চরিত্র একদিকে যেমন হবে কোমল, তেমনি অপর দিকে প্রয়োজনবোধে হবে কঠোর। চরিত্রের কোমলতা নেতাকে সবার ভালবাসা ও শ্রদ্ধাভক্তি অর্জনে সাহায্য করে আবার চরিত্রের কঠোরতা ও দৃঢ়তা নেতার প্রতি আনুগত্য, শ্রদ্ধা, ভয় ও শৃঙ্খলাবোধকে জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

⑪ **দৈহিক সামর্থ্য ও সুস্থতা** : নেতাকে অনেক দৈহিক ও মানসিক শ্রম ও চাপ বহন করতে হয় সেজন্য তার দৈহিক সামর্থ্য থাকার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা থাকা আবশ্যক। তাছাড়া তার দৈহিক গঠন ও আকর্ষণীয় হওয়া উচিত কারণ স্বাস্থ্য সবকিছুরই চাবিকাঠি এবং সকল ক্ষেত্রেই এটি প্রযোজ্য।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA
2020/3/19 18:34

Continued......

(১২) **পরিশ্রম ও সহনশীলতা** : পরিশ্রম যে কোন কাজের মূল। নেতাকেও তার দায়িত্বের জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয়। নেতা যদি অলস হন, কাজ না করেন ও অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে যান তাহলে দলের বাকি সদস্যদের সঠিকভাবে পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাছাড়া নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধা, ভুল বোঝাবুঝি ও ঝুঁকি মোকাবিলা করার জন্য প্রয়োজন প্রচুর ধৈর্য ও সহনশীলতা।

(১৩) **দায়িত্বশীলতা ও সহযোগিতা** : দায়িত্বের প্রতি নেতার একাগ্রতা অনুসারীদের জন্য অনুপ্রেরণার কারণ হয়। যে নেতা যত বেশী দায়িত্বশীল অন্যদিকে সকলের প্রতি সহযোগিতার মনোভাব দলের বা প্রতিষ্ঠানের সাফল্য পেতে সহজতর করে তোলে।

(১৪) **সাংগঠনিক দক্ষতা** : একজন নেতাকে প্রতিষ্ঠানের সকল বিষয়ে দক্ষ হওয়া উচিৎ। যাতে সে কোন দায়িত্বের জন্য কে উপযুক্ত তা বাছাই করতে পারেন এবং সে অনুযায়ী দায়িত্ব বন্টন করে দিতে পারেন। এজন্য একজন সফল নেতার কর্মী বাছাই, দায়িত্ব বন্টন, কার্যকর যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ও সমন্বয় সাধন প্রভৃতি সাংগঠনিক দক্ষতা থাকতে হয়।

(১৫) **মানবিক সম্পর্ক অনুধাবন** : একজন সফল নেতাকে অবশ্যই তার সাথের লোকদের আশা-আকাঙ্খা, দৃষ্টিভঙ্গী, রুচি, ব্যক্তিত্ব অনুধাবন করার যোগ্যতা থাকা উচিৎ। সহকর্মীদের মনোভাব অনুযায়ী নেতৃত্ব দিতে না পারলে কার্যকর ও সুদূর প্রসারী ফলাফল আশা করা যায় না।

(১৬) **সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা** : যথাসময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর দলীয় বা প্রাতিষ্ঠানিক সাফল্য নির্ভর করে। নেতাকে তার প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা দিয়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয়। নেতার গৃহীত সিদ্ধান্ত দলীয় কর্মীদের আস্থা ও মনোবল বাড়িয়ে দেয়।

(১৭) **লিঙ্গ সচেতনতা** : একজন নেতা তিনি নারী বা পুরুষ যেন না কেন তাকে অবশ্যই তার সহকর্মী নারী-পুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাকে অবশ্যই পক্ষপাতহীন হতে হবে। নারী-পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থেকে তাকে নেতৃত্ব দিতে হবে।

REDMI NOTE 7 PRO
AI DUAL CAMERA
2020/3/19 18:34

(2.2) Forms of Leadership: নেতৃত্বের বিভিন্ন প্রকারভেদগুলি হল—

① Autocratic leadership - স্বৈরতান্ত্রিক নেতৃত্ব।
② Laissez Faire leadership — মুক্ত নেতৃত্ব।
③ Democratic leadership - গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব
④ Benevolent leadership — দানশীল নেতৃত্ব।

① Autocratic leadership:

যে নেতৃত্বে নেতার হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে এবং ~~ইচ্ছেমতো সিদ্ধ~~ কারো পরামর্শ বা উপদেশ উপেক্ষা করে নিজের ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় তাকে স্বৈরতান্ত্রিক বা autocratic leadership বলে।

এরূপ নেতৃত্বের ক্ষেত্রে নেতা সকল ক্ষমতা নিজের কাছে রাখে এবং ইচ্ছেমতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এরূপ নেতৃত্ব সাধারণত: নেতিবাচক হয় এবং এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের ভয়-ভীতি প্রদর্শন ও শাস্তি প্রদানের মাধ্যমে কাজ আদায়ের চেষ্টা করা হয়। এইধরনের নেতৃত্বকে দলের সবাই অপছন্দ করে।

বৈশিষ্ট্য:

ⓐ নেতা শুধু আদেশ করেন জবাবদিহি করেন না।
ⓑ সম্পূর্ণভাবে নিজের ক্ষমতা ও সামর্থ্যের উপর নির্ভর করেন।
ⓒ অন্যান্যদের ক্ষমতার উপর বিশ্বাস রাখেন না,
ⓓ দলের অন্যান্য খেলোয়াড়দের পরামর্শ বা মতামত গ্রহণ করেন না।
ⓔ সবার প্রতি নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন।
ⓕ সবাইকে সবসময় চাপের মুখে রাখেন।
ⓖ সিদ্ধান্ত গ্রহণ দ্রুত হয়।
ⓗ সাধারণ ক্রীড়া এ জাতীয় নেতৃত্ব পছন্দ করে না।

② Laissez Faire Leadership:

যে নেতৃত্বে নেতা দলের সদস্যদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের অনুমোদন দেন এবং ~~দূরে~~ নিজের দল থেকে দূরে থেকে দায়িত্ব বন্টন ও সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ্য নির্ধারিত করেন ~~একেই~~ তাকে মুক্ত নেতৃত্ব বলে।

continued.....